বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী

চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপযোগী আমন মওসুমের ধানের জাতসমূহ

জাতের নাম	চালের বৈশিষ্ঠ্য	গাছের উচ্চতা (সে.মি.)	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হেক্টর)	জাতের বিশেষ উপযোগিতা ও সুপারিশ
বিআর১০	মাঝারি চিকন	১১৫	১৪৫-১৫০	৬.০-৭.০	এ জাতগুলো ১৫-২০ আষাঢ়ে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা স্বাভাবিক জমিতে রোপণ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন তেল ও গম ফসলের আবাদ ব্যাহত হয়। যেহেতু এ জাতগুলো স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল, তাই এগুলোর বীজ বপন যদি ১৫-২০ জৈষ্ঠ্য পর্যন্ত এগিয়ে এনে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করা যায় তাহলে ফসল পাকবে ১০-১৫ কার্তিক। ফলে ডাল, তেল, গম ফসল উপযুক্ত সময়ে বপন করা যায় এবং ধানের ফলনও ভালো হয়। স্বল্প আলোক সংবেদনশীল এবং সবচেয়ে বেশি ফলনশীল। চারা লম্বা হয় বিধায় ২০-২৫ সেমি. পানি জমে থাকে এমন জমিতেও সহজে রোপণ করা যায়।
বিআর১১	মাঝারি মোটা	১১৫	১৪০-১৪৫	৬.০-৭.০	
ব্রি ধান৩০	মাঝারি চিকন	১২০	১৪৫-১৫০	৫.৫-৬.০	
ব্রি ধান৩১	মাঝারি মোটা	১১৫	১৪০-১৪৫	৫.৫-৬.০	
বিআর২২	মাঝারি চিকন	১২৫	১৪৫-১৫০	৫.৫-৬.৫	আলোক সংবেদনশীল নাবী জাত হওয়ায় আউশ ও পাট কাটা জমি অথবা বন্যা-প্রবণ এলাকা জলাবদ্ধতার কারণে যেখানে ভাদ্রের ১৫ তারিখের পর রোপণ করতে হবে সেখানেই এ জাতগুলো আবাদ করা যাবে। এদের মধ্যে বিআর২৩ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ২০-৩০ শ্রাবণে বীজ বপন করে ৩০-৪০ দিনের চারা সর্বশেষ ৩১ ভাদ্র পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। মনে রাখতে হবে যে, রোপা আমন মওসুমে ভাদ্র মাসের পর কোন ধান রোপণ করতে নেই।
বিআর২৩	মাঝারি চিকন	১২০	১৪৫-১৫০	৫.৫-৬.৫	
ব্রি ধান৪৬	মোটা, লো-জিআই	১০৫	১৪৫-১৫০	৫.৫-৬.০	
ব্রি ধান৪০	মাঝারি মোটা	১১০	১৪৫-১৫০	৪.৫-৫.০	ব্রি ধান৪০ ও ব্রি ধান৪১ আলোক-সংবেদনশীল জাত। সমুদ্র উপকূলীয় লবণাক্ত পরিবেশের জন্য এ জাতগুলো সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলে রোপণের জন্য কিছুটা লম্বা চারা দরকার। এ জন্য বীজ বপন করতে হবে আষাঢ়ের শুরুতে। তাহলে ৪০-৫০ দিনের চারা বেশ লম্বা হয় এবং এক হাঁটু পরিমাণ পানি থাকা জমিতে সহজেই রোপণ করা যায়। বিআর২৩ কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল। এ জন্য এ জাতটিও উপরের বর্ণনা অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলে আবাদ করা যাবে। উপরন্তু যেসব এলাকায় লবণাক্ততা তেমন নেই সেসব এলাকায় বিআর১০, বিআর২২ ও ব্রি ধান৩০ একই নিয়মে চাষাবাদ করা যেতে পারে। ব্রি ধান৭৩ লবণ সহ্য করতে পারে বিধায় উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চল সেখানে ফসল কাটার পর মধ্যম উঁচু থেকে উঁচু জমিতে সূর্যমূখী ও লবণ সহনশীল/পরিহারকারী সরিষা আবাদের সুযোগ হয়।
ব্রি ধান৪১	লম্বাটে, মোটা	১১৫	১৪৮-১৫০	৪.৫-৫.০	
ব্রি ধান৭৩	মাঝারি চিকন	১২০	১২০-১২৫	৫.০-৬.০	
ব্রি ধান৪৪	মোটা	১৩০	১৪৫-১৫০	৫.৫-৬.০	এ জাতগুলো অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকায় চাষাবাদযোগ্য। তন্মধ্যে ব্রি ধান৪৪ আলোক-সংবেদনশীল। জোয়ার-ভাটা এলাকায় রোপণের জন্য চারা যত বড় হবে ততই ভাল। তাই এর বীজ বপন ২০-২৫ জৈষ্ঠ্যে হলে রোপণের জন্য চারার বয়স হতে পারে ৪০-৫০ দিন এবং চারা লম্বা হয় বিধায় হাঁটু পানিতেও রোপণ করা যায়।
ব্রি ধান৭৬	মাঝারি মোটা	১৪০	১৫৩-১৫৫	৫.০-৫.৫	
ব্রি ধান৭৭	মাঝারি মোটা	১৪০	১৫৩-১৫৫	৫.০-৫.৫	
ব্রি ধান৪৯	নাইজারশাইল টাইপ	১০০	১৩০-১৩৫	৫.০-৫.৫	মাঝারি উঁচু ও উঁচু জমিতে সারা দেশেই চাষযোগ্য। নাবীতে রোপণ করা যাবে না।
ব্রি ধান৫১	মাঝারি চিকন	৯০	১৪২	৫.০-৫.৫	জলমগ্ন সহনশীল জাত হওয়ায় আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়। ব্রি ধান৫১ ও ব্রি ধান৫২ স্বল্প আলোক সংবেদনশীল এবং ১০ থেকে ১৫ দিন আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন থাকার পরও প্রচলিত স্বর্ণা এবং বিআর১১ ধানের চেয়ে ফলন বেশী দেয়। ব্রি ধান৭৯ ১৮ থেকে ২১ দিনের আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলে এবং বন্যার পানি সরে যাওয়ার পরে ১৫-২০ দিনের মাঝারি মাত্রার (৫০-৬০ সেমি.) জলাবদ্ধতা থাকলেও ফলন দিতে সক্ষম। তবে এ জাতগুলো যেখানে একবারের বেশী বন্যা হয় অথবা নাবীতে বন্যা হয় এবং যেখানে বন্যার পানি দ্রুত সরে না গিয়ে জলাবদ্ধতা থাকে সেখানে ব্রি ধান৫১ ও ব্রি ধান৫২ চাষ না করে ব্রি ধান৭৯ চাষ করতে হবে। জাতগুলো ১৫-২০ আষাঢ় বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করতে হবে।
ব্রি ধান৫২	মোটা	১১৬	১৪০	৫.০-৫.৫	
ব্রি ধান৭৯	মাঝারি চিকন	১১২	১৩০-১৩৫	৫.৫-৬.০	
ব্রি ধান৫৩	মোটা, লম্বা	১০৫	১২২-১২৫	৪.৪-৫.০	উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চল ও মাঝারি নিচু এলাকাসহ অন্যান্য অনুকূল পরিবেশে চাষযোগ্য। ব্রি ধান৫৩-তে কোন আলোক সংবেদনশীলতা নেই কিন্তু ব্রি ধান৫৪ স্বল্প আলোক সংবেদনশীলতা রয়েছে। জাতগুলো লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে অথচ ব্রি ধান৪১ থেকে ১০ থেকে ১৫ দিনের আগাম। এ জাতগুলো বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের চিংড়ি ঘেরের মধ্যে চাষ করার উপযোগী। যে সমস্ত এলাকায় আমনের পর গম, সরিষা বা আগাম সবজি ও রবিশস্য চাষ করা হয় সেখানে চাষাবাদের উপযোগী।
ব্রি ধান৫৪	মাঝারি মোটা	১১৫	১৩০-১৩৫	৫.০-৫.৫	
ব্রি ধান৭১	মাঝারি মোটা	১০৮	১১২-১১৫	৫.০-৬.০	খরা প্রবণ এলাকায় চাষযোগ্য। ২৮ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হলেও সমস্যা নেই। নাবীতে রোপণেও ভালো ফলন দেয়। যে সমস্ত এলাকায় আমনের পর গম, সরিষা বা আগাম সবজি ও রবিশস্য চাষ করা হয় সেখানে চাষাবাদের উপযোগী।
ব্রি ধান৭২	জিংক সমৃদ্ধ, লম্বাটে, মোটা	১১৬	১২২-১২৭	৫.৭-৭.০	যে সমস্ত এলাকায় আমনের পর গম, সরিষা বা আগাম সবজি ও রবিশস্য চাষ করা হয় সেখানে চাষাবাদের উপযোগী। ইউরিয়া সাশ্রয়ী জাত।
ব্রি ধান৭৫	সুগন্ধী, লম্বা, চিকন	১১০	১১২-১১৫	৫.৫-৬.৫	৩০ ভাগ ইউরিয়া সার কম লাগে। যে সমস্ত এলাকায় আমনের পর গম, সরিষা বা আগাম সবজি ও রবিশস্য চাষ করা হয় সেখানে চাষাবাদের উপযোগী।
ব্রি ধান৭৮	মাঝারি মোটা	১১৮	১৩০-১৩৫	৪.৫-৫.০	লবণাক্ত জোয়ারভাটা এলাকায় চাষাবাদের উপযোগি।
ব্রি ধান৮৭	মাঝারি চিকন, লম্বা	১২২	১২৫-১২৭	৬.৫-৭.০	সারা দেশেই অলবণাক্ত মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমিতে চাষ করা যায়। ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে ৭ দিন এবং বিআর১১ এর চেয়ে ১৮-২০ দিন আগাম।
ব্রি ধান৯০	খাটো, মোটা	১১০	১২২-১২৫	৪.৫-৫.০	ব্রি ধান৩৪ এর চেয়ে ২২ দিন আগাম, কান্ড শক্ত ও হেলে পড়ে না। চালের বাজার মূল্য অনেক বেশি।
ব্রি ধান৯১	মাঝারি মোটা	১৮০	১৫০-১৫৬	৩.০-৩.৫	জলি আমন ধানের জাত ও অগভীর পানিতে চাষের উপযোগী। ১ মিটার গভীর পানির এলাকায় চাষযোগ্য। নীচু এলাকা যেখানে ৩-৪ ফিট পানি থাকে সেখানে চাষ করা যায়। মাঝারি আলোক সংবেদনশীলতা আছে।
ব্রি ধান৯৩	মাঝারি মোটা	১১৭	১৩০-১৩৪	৫.৫-৬.২	যে কোনো এলাকায় অনুকুল পরিবেশে ভারতীয় স্বর্ণা-৫ ধানের পরিবর্তে চাষ করা যায়।
ব্রি ধান৯৪	মাঝারি মোটা	১১৮	১৩০-১৩৪	৫.৫-৬.৩	যে কোনো এলাকায় অনুকুল পরিবেশে ভারতীয় রনজিত স্বর্ণা ধানের পরিবর্তে চাষ করা যায়।
ব্রি ধান৯৫	মাঝারি মোটা	১২০	১২২-১২৫	৫.৫-৬.১	যে কোনো এলাকায় অনুকুল পরিবেশে ভারতীয় লাল স্বর্ণা ধানের পরিবর্তে চাষ করা যায়।
ব্রি ধান১০৩	লম্বা চিকন	১২৫	১২৮-১৩৩	৬.২-৭.৫	ব্রি ধান৮৭-এর পরিপূরক হিসেবে সারা দেশেই অলবণাক্ত মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমিতে চাষ করা যায়। ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে ৭ দিন এবং বিআর১১ এর চেয়ে ১৮-২০ দিন আগাম।
ব্রি হাইব্রিড ধান৪	মাঝারি চিকন	১১২	১১৮-১২০	৬.৫-৭.০	আগাম হাইব্রিড জাত। যে কোনো অনুকূল পরিবেশে চাষযোগ্য।
ব্রি হাইব্রিড ধান৬	সরু, লম্বা	১১০	১২০-১২৩	৬.৫-৭.০	

রচনায়

- ড. আমিনুল ইসলাম, সিএসও এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী
- ড. মো: হুমায়ুন কবীর, পিএসও, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী
- ড. আরমিন ভূঞা, এসএসও, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী
- মো: নিবির হাসান, এসও, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী

প্রকাশনায়: নতুন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন (এলএসটিডি)

প্রকাশনা নাম্বার: ৪৩৮ • প্রকাশকাল: জুন ২০২৫ • মুদ্রণ সংখ্যা: ৫০০০ কপি